মুসলিম মানসে সংকট

আবদুলহামিদ আহমদ আবুসুলাইমান

অনুবাদ

মোঃ মাহবুবুল হক

সম্পাদনা

এম আবদুল আজিজ

এম রুহুল আমিন

ওমর বিশ্বাস

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

মুসলিম মানসে সংকট

আবদুলহামিদ আহমদ আবুসুলাইমান

অনুবাদ
মোঃ মাহবুবুল হক

সম্পাদনা
এম আবদুল আজিজ
এম রুহুল আমিন
ওমর বিশ্বাস

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট
বাড়ী ২, সড়ক ৪, সেক্টর ৯, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০
ফোন : ৮৯৫০২২৭, ৮৯২৪২৫৬, ০৬৬৬২৬৮৪৭৫৫, ০১৫৫৪৩৫৭০৬৬
E-mail : biit_org@yahoo.com

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারী ২০০৬

দ্বিতীয় সংস্করণ
বৈশাখ ১৫১৬
মে ২০০৯.

ISBN
984-8203-40-7

মুদ্রণে
এম.এ. গ্রাফিক্স ক্যাম্পাস

মূল্য
১৫০.০০ টাকা US $ ১০.০০

Muslim Manashey Shankat (Crisis in the Muslim Mind) written by Abdulhamid A. AbuSulayman, translated into bengali by Md. Mahbubul Hoque & Published by the Bangladesh Institute of Islamic Thought, House # 2, Road # 4, Uttara Model Town, Dhaka-1230, Bangladesh. Phone : 8950227, 8924256, 06662684755, 01554357066, E-mail : biit_org@yahoo.com
Price : Tk. 150.00 only. US $ 10.00

সূচি

অধ্যায় এক

সমসাময়িক ইসলামী আসালা: একমাত্র সমাধান ১৫
দিক নির্দেশিকা ১৫
অনুসরণযোগ্য ঐতিহাসিক সমাধান ১৮
অনুসরণযোগ্য বিদেশী সমাধান ২০
সাম্প্রতিক ইতিহাসের কিছু দৃষ্টান্ত ২৩
উম্মাহ ও আমদানিকৃত সমাধান ২৪
উম্মাহ এবং ইতিহাস নির্ভর সমাধান ২৫
সমসাময়িক ইসলামী আসালার দৃষ্টিভঙ্গি ২৮
সংকটের ঐতিহাসিক উৎসমূল ৩২
রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃত্বে ভাঙন ৩৪
সমস্যার মূল এবং উম্মাহর ভবিষ্যৎ ৩৭
চিন্তাধারা ও উপায় সংক্রান্ত প্রশ্ন বনাম মূল্যবোধ ও উদ্দেশ্য সংক্রান্ত প্রশ্ন ৩৮
বুদ্ধিবৃত্তিক বিচ্ছিন্নতা ৪০

অধ্যায় দুই

ইসলামী চিন্তাধারার পুরনো পদ্ধতি : বিচার-বিবেচনা ও সমালোচনা ৪৩
আল-উসূল : সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা ৪৩
শরিয়াহ এবং শরিয়াহ বহির্ভূত বিজ্ঞান ৪৫
সমাজ বিজ্ঞানের অবহেলা ৫০
ওহী ও যুক্তির দ্বন্দ্ব ৫২
আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক উত্তরাধিকার : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ৬৪

অধ্যায় তিন

ইসলামী চিন্তাধারায় পদ্ধতিবিজ্ঞানের নীতিমালা ৬৬
ইসলামী চিন্তাধারায় পদ্ধতিগত কাঠামো ৬৬
ইসলামী পদ্ধতিবিজ্ঞানের উৎসসমূহ ৬৯
প্রত্যাদেশ, যুক্তি ও মহাবিশ্ব ৬৯
যুক্তি ৭০

ইসলামী পদ্ধতিবিজ্ঞান ও চিন্তাধারার মূলনীতিসমূহ ৭২
ইসলামী পদ্ধতিবিজ্ঞানের মৌলিক ধারণাসমূহ ৭৭
সৃষ্টি ও অস্তিত্বের উদ্দেশ্যপূর্ণ প্রকৃতি ৭৮
সত্যের বাস্তবতা এবং পরিবেশ-পরিস্থিতির আপেক্ষিকতা ৭৯
সাফল্যের ধারণা ৭৯
স্বাধীনতা ৮০
বিশ্বাসের স্বাধীনতা ৮১
সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা, স্বাধীন ইচ্ছা ও দায়িত্ব ৮২
চিন্তার স্বাধীনতা ৮৬
তাওয়াক্কুল নীতি ৮৮
মানব প্রকৃতির কার্যকারণ সম্বন্ধ ৯০
ইসলামী পদ্ধতিবিজ্ঞান : উপায় ও প্রয়োগ ৯৩
শেষ কথা ৯৬

অধ্যায় চার
ইসলামী সভ্যতাবিষয়ক বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ ৯৮
ইসলামী মূল পাঠগুলোর শ্রেণী বিভাজন ৯৯
একটি ব্যাপক সভ্যতামুখী দৃষ্টিভঙ্গি ১০০
সমাজবিজ্ঞানের সূত্রসমূহ ১০২
অস্তিত্বের উদ্দেশ্য এবং বিশ্বে নিয়ম শৃঙ্খলার কারণ ১১০

অধ্যায় পাঁচ
সমাজ বিজ্ঞানের সূত্রসমূহ ১১৩
ইসলামিকরণ ও শিক্ষাবিজ্ঞান ১১৪
ইসলামিকরণ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান ১২১
ইসলামিকরণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ১২৯

অধ্যায় ছয়
ইসলাম ও ভবিষ্যৎ ১৩১
উম্মাহর চরিত্রের ভবিষ্যৎ ১৩১
ইসলামিকরণ ও একাডেমিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ১৩৪
মানবজাতির ভবিষ্যৎ পথ ১৩৭
ইসলামী ঐক্যের সমাজ ১৩৮
ইসলামে জ্ঞান চর্চা ১৩৯
ইসলামিকরণ : উম্মাহর বিচার্য বিষয় ১৪১
পরিশেষ ১৪৩

অধ্যায় এক
সমসাময়িক ইসলামী আসালা : একমাত্র সমাধান

দিক নির্দেশিকা

মুসলিম জাতির মূল্যবোধ ও রীতিনীতি এবং এর মানবীয় ও বৈষয়িক সম্পদ সম্পর্কে ধারণা থাকা সত্ত্বেও কেউ যদি উম্মাহ সম্পর্কে গভীর জ্ঞান না রাখেন, তাহলে তার পক্ষে উম্মাহর বর্তমান সাংস্কৃতিক অধোগতি, রাজনৈতিক বিচ্যুতি এবং উম্মাহর মানবিক দুর্ভোগ ও দুর্দশা সম্পর্কে সঠিকভাবে উপলব্ধি করা কঠিন হবে। আর এটিই হলো উম্মাহর মূল সংকট। এটি অবশ্যম্ভাবী যে, এ ধরনের পশ্চাৎপদ এবং দিক নির্দেশনাহীন অবস্থা মুসলিম উম্মাহর চেতনার জগতে প্রধান বিষয় হিসেবে গণ্য ছিল, যা মুসলিম উম্মাহর অগ্রবর্তী ও চিন্তাশীল মনীষীগণ বরাবর চর্চা করে এসেছেন। সুতরাং এটিই স্বাভাবিক যে, উম্মাহকেই পরিবর্তন, সংস্কার ও পুনর্জাগরণ সম্ভব করতে হবে।

উম্মাহর কাঠমোগত সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে জানতে হলে এবং সীমাবদ্ধতাগুলো সফলতার সাথে দূর করার জন্য যে সব শর্ত পূরণ করা প্রয়োজন হবে, আমাদেরকে সেসব মূল কারণ অবশ্যই নির্ণয় করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে উম্মাহর বর্তমান দুর্বলতা ও পশ্চাৎপদতা এমন প্রকটভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে যে, উম্মাহর অস্তিত্ব, এর জীবন বিধান, চিন্তা, প্রতিষ্ঠানসমূহ পশ্চিমা সভ্যতার দ্বারা ধ্বংসের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে উম্মাহর প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে জানার জন্য একটি ব্যাপক এবং গভীর বিচার-বিশ্লেষণমূলক নিরীক্ষা ও অনুসন্ধিৎসা থাকা দরকার। এ ধরনের চুলচেরা বিশ্লেষণ আমাদেরকে এমন এক পথের সন্ধান দেবে, যে পথে অগ্রসর হলে উম্মাহর অধঃপতনের মৌলিক কারণগুলো আমরা আবিষ্কার করতে সক্ষম হতে পারবো।

কয়েক শতাব্দী যাবত উম্মাহ অধঃপতিত অবস্থায় রয়েছে। প্রত্যন্ত কিছু অঞ্চল ছাড়া উম্মাহর সকল এলাকা ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দখলে ছিল। সম্ভবত এর চেয়েও বেদনাদায়ক সত্য যে, এখন পর্যন্ত উম্মাহর উপর সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রভাব সতত ক্রিয়াশীল। গোটা বিশ্ব উম্মাহর কূটনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ এলাকাসমূহ, বিদেশী শিল্পের জন্য উপযুক্ত ও গুরুত্বপূর্ণ বাজার, এর কাঁচামাল এবং সস্তা অদক্ষ শ্রমিক দখলের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। ঐ সব ঘটনা এমন সময় ঘটছে যখন উম্মাহ নিজের প্রয়োজনই মেটাতে পারছে না এবং শিল্প, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত কাঠামোসহ অভিজ্ঞতা, প্রযুক্তির

উন্নততর প্রতিষ্ঠান এবং স্বাধীন সার্বভৌম ক্ষমতার উৎসসমূহের অভাবের তাড়নায় দারুণভাবে জর্জরিত।

উম্মাহর অধঃপতনের কারণ ইতিহাসের গভীরে গ্রোথিত রয়েছে। যেমন, অনেক জাতির ক্ষেত্রে দেখা যায় তাদের অধ:পতনের শুরুতে তারা সম্পদ ভোগ করেছে এবং স্বচ্ছন্দে জীবন নির্বাহ করেছে, যা ছিল তাদের পূর্ববর্তী প্রজন্মের উন্নতি ও প্রগতির ফসল। উম্মাহর ক্ষেত্রে উপরিউক্ত উদাহরণকে সুস্পষ্ট ও প্রণিধানযোগ্য বলা যায়, এর প্রাথমিক যুগে সম্পদ, জ্ঞানার্জনের কেন্দ্রসমূহ, ব্যক্তির অঢেল ধনসম্পদ এবং সরকারি কর্মচাঞ্চল্যের কোনো কমতি ছিল না। তথাপি পতনের সুস্পষ্ট চিহ্নসমূহ সীমান্ত বৃদ্ধির তৎপরতা, দুর্নীতির সামাজিকীকরণ ও আক্রমণাত্মক মনোভঙ্গির বদলে আত্মরক্ষামূলক দৃষ্টিভঙ্গির লালন এবং বাগদাদ, জেরুজালেম, কর্ডোভাসহ বিভিন্ন স্থানের অপরিমেয় ক্ষতির মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আমরা আমাদের অধ:পতনের কারণসমূহ জানতে চাইলে আমাদেরকে অসুস্থতার কারণ ও এর লক্ষণ এবং জটাজালের মধ্যে সুস্পষ্ট রেখা টেনে তার পরেই তুলণামূলক আলোচনায় প্রবেশ করতে হবে। প্রাচীন সম্প্রদায়সমূহের ঐতিহাসিক বিকাশ এবং বিভিন্ন ধরনের মতবাদ উম্মাহর ক্ষেত্রে নতুন কোনো বিষয় নয়। এসব দার্শনিক মত হলো সাবাইয়া, ইসমাইলিয়া, নুসাইবিয়া, দ্রুজ ও অন্যান্য। অতীতের ধারাবাহিকতার সূত্রে বর্তমানে টিকে আছে বাহাই, আহমাদিয়া, কাদিয়ানী এবং জাতীয়তাবাদ।

উপরিউক্ত আন্দোলনগুলো কোনো সমস্যার চিহ্ন বহন করে না, উম্মাহর প্রাথমিক বছরগুলোতেই এগুলো শিকড় গাড়ার সুযোগ পেয়েছিল। রোমান ও পারসিয়ার রাজন্যবর্গ মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিল, এই অস্ত্র ধারণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর কারণেই মরু আরবজাতির মধ্যে সামাজিক ও সামরিক শক্তি প্রসারের (যারা সে সময় ইসলাম গ্রহণ করেছিল) লক্ষ্যে যে কার্যক্রম গৃহীত হয়েছিল তার ফলেই ঐ ধরনের বিভিন্নমুখী মতবাদের সৃষ্টি হয়। ইসলামী শিক্ষার পরও আরববাসীর উপজাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি কখনো পুরোপুরি পরিবর্তিত হয়নি। তারা শীঘ্রই বিদ্রোহ করে বসে এবং কালক্রমে নবীর প্রতিষ্ঠিত রাজধানী মদীনা আক্রমণ করে উসমান ইবনে আফ্‌ফান তথা তৃতীয় খলিফার সরকারের পতন ঘটায়। এই দুর্ঘটনা রাষ্ট্র সৃষ্টিতে উপজাতীয় এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গির এমন পর্যায় অতিক্রম করে যা ইসলামী এবং ইসলাম পূর্ব শিক্ষা ও ঐতিহ্যের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছে।

গভীর অভিনিবেশের সাথে উম্মাহর বিষয়গুলো মুল্যায়ন করলে আমরা উম্মাহর সংকট ও সমস্যাগুলো গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারি আর উম্মাহকে আরো অধঃপতন ও কষ্ট থেকে উদ্ধারের লক্ষ্যে তাৎক্ষণিক কর্মসূচি প্রণয়ন করতে পারি। এসব ক্ষতিকর

ঘটনাগুলো স্পষ্ট এবং বাস্তব, মূলত যার উপর সকল যুক্তিবাদী মানুষ একমত হতে পারে, তবুও এসব বিষয়ের সমাধানের ব্যাপারে কোনো ঐকমত্য নেই বা সিদ্ধান্তের জন্য সুনির্দিষ্ট ও স্পষ্ট কোন দৃষ্টিভঙ্গিও নেই। সবচেয়ে বড় জটিলতা হলো জাতিকেন্দ্রীকতা ও জাতীয় নাস্তিকতা, বল প্রয়োগ এবং যৌন স্বাধীনতার এন্তার বিস্তার। নিজেদেরকে যারা সংস্কারক বলে দাবি করেন তাদের মধ্যে অনেকে রয়েছেন যারা প্রকৃতপক্ষে উম্মাহর শত্রু, কেননা তারা এসব বিদেশী মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের সকল পথ ও পন্থা ব্যবহার করেন। তাদের প্রকাশ্য দাবি হলো এসব মতবাদ সুস্থ সমাজের লক্ষণ বা এগুলোর সংস্কার প্রগতির পথে যাত্রা শুরুরই ইঙ্গিত।

প্রথমত আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে সংকট সমাধানের শুরুটা আমরা কোথা থেকে শুরু করবো। আমাদের উচিত হবে উম্মাহর আওতাধীন যাত্রা শুরুর নির্দিষ্ট ক্ষেত্র নির্ণয়ের বিকল্পসমূহ স্থির করা। সে প্রেক্ষিতে এগুলোকে তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায় ঃ

১. বিদেশী সমাধানের অনুকরণ : এটিকে প্রায়শ বিদেশী সমাধান বলা হয়, যা মূলত ধার করা সমাধান এবং যার মূল ভিত্তি বা উৎস হলো সমসাময়িক পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা (ধর্মনিরপেক্ষ ও বস্তুবাদ), এটি ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ, সমষ্টিবাদ বা রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, নিরীশ্বরবাদ, পুঁজিবাদ অথবা মার্কসবাদ হিসেবে পরিচিত।

২. ঐতিহাসিক সমাধানের অনুকরণ : এই সমাধান ইসলামের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে সঞ্চিত সমাধানের উপর নির্ভর করে, যা কোনো স্থান-কাল-পাত্রের সংশ্লিষ্টতাকে গুরুত্ব দেয় না।

৩. ইসলামের মৌলিক সমাধান : এটি হচ্ছে ইসলামের সূত্রগুলো থেকে সাহায্য নিয়ে উম্মাহর বিভিন্ন সমস্যার প্রাসঙ্গিক সমাধানের জন্য প্রয়োগিক দৃষ্টিভঙ্গি। মৌলিক প্রাণশক্তি পুনরুদ্ধারের জন্য উম্মাহর আকাঙ্ক্ষার চারটি পূর্বশর্ত রয়েছে।

ক. একটি সুষ্ঠু দৃষ্টিভঙ্গি নির্দিষ্টকরণ; খ. এই দৃষ্টিভঙ্গির উপর অবিচল আস্থা; গ. লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু করার দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হওয়া এবং ঘ. এর সাফল্য নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় বাস্তব উপকরণসমূহের ব্যবস্থা করা।

আমরা যে বিষয়গুলোকে অতীব গুরুত্বপূর্ণ দিক বলে মনে করেছি তা যদি সরাসরি জনগণের কাছে নিয়ে গিয়ে এবং উম্মাহর লেখক, চিন্তাবিদ ও নেতৃবৃন্দের কাছে ব্যাখ্যা করে আমরা সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করতে পারি এবং তা হলেই আমাদের মাঝে যে দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে তার সাথে তাদেরকে শরীক করা সম্ভব হবে।

সম্ভবতঃ সমাধান খুঁজে পাওয়ার সবচেয়ে কার্যকর পন্থা হচ্ছে আমাদের ত্রুটিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির দুর্বলতাগুলোও খোলাখুলি প্রকাশ করা। কেন এ দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক নয় তা ব্যাখ্যা করার পর সঠিক সমাধান উপস্থাপন করে কেন এ সমাধান গ্রহণ করা হলো তাও ব্যাখ্যা

করতে হবে। এই পুস্তকে এই পদ্ধতিই অনুসরণ করা হয়েছে। উম্মাহ যেখানে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে আক্রান্ত এবং সাংস্কৃতিক আগ্রাসীরা উম্মাহকে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করতে চায়, সে ক্ষেত্রে উম্মাহকে অবশ্যই সে কারণগুলো উপলব্ধি করতে হবে যে, কেন অন্যদের প্রস্তাবিত সমাধান উম্মাহর কোনো কাজে আসছেনা। এভাবে উম্মাহ নিজের জন্য এর চেয়ে উপযোগী সমাধান নির্ণয় করতে আরো বেশী সক্ষম হবে এবং এই সমাধানকে বাস্তবে রূপদান করা যাবে।

অনুসরণযোগ্য ঐতিহাসিক সমাধান

ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিই ঐতিহ্যগতভাবে উম্মাহর পছন্দনীয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি স্বভাবতই পার্থিব, স্থানীয় এবং জাতিগত বিবেচনাকে দূরে সরিয়ে রাখে। সাম্প্রতিক সময়ে এই দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক জীবনধারা এবং উম্মাহর অস্তিত্ব ও চিন্তাধারার প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন শক্তিগুলোর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বারবার ব্যর্থ হয়েছে। ঐতিহাসিক সমাধানগুলো কার্যকর থাকলে বর্তমানের কোনো সংকট দেখা দিত না। কোনো অধঃপতন আসত না এবং কোনো ভাবে দুর্যোগের ভয় থাকত না। অধিকন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব হ্রাসকারী কোনো উপাদান যদি থেকেই থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে, ঐতিহ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি সেগুলোকে বিবেচনায় আনতে ব্যর্থ হয়েছে। যাই হোক, এই দৃষ্টিভঙ্গি সমস্যাটিকে সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে মোকাবিলা করতে পারেনি।

ঐতিহ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রধান ত্রুটি হচ্ছে, যেহেতু এটি তার নিজস্ব শুদ্ধতা সম্পর্কে পূর্ব শুভ ধারণা নিয়ে কাজ শুরু করে সে কারণে এই দৃষ্টিভঙ্গি তার সাথে দ্বিমত পোষণকারী সংশ্লিষ্ট মহল, দৃষ্টিভঙ্গি এবং পরিবেশকে কোনোভাবেই বরদাস্ত করতে পারে না। যে দৃষ্টিভঙ্গি বিরোধীদের সহযোগিতা কামনা করে তা সত্যিই অবাস্তব। বরং এটি উম্মাহর সমস্যারই কারণ। যে দৃষ্টিভঙ্গি দীর্ঘকাল ধরে উম্মাহর চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করে রেখেছে তা হচ্ছে ইসলামের স্বর্ণযুগের বাহ্যিক ঠাটবাট বজায় রাখার একগুঁয়েমি মনোভাব, এর চেয়ে বেশি বললেও অত্যুক্তি হবে না। ঐতিহ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি ইতিহাস ও বস্তুগত উন্নতির বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে। সুতরাং ইসলামের উপর উম্মাহর ঈমান থাকলেও ঐতিহ্যগত দৃষ্টিভঙ্গি পূর্বাপর ব্যর্থ হয়ে আসছে। ফকিহগণ যে আধুনিক জগতের 'মোয়ামেলাত' বা বৈষয়িক বিষয়াবলীর চর্চা থেকে নিজেদেরকে দূরে রেখে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও ব্যক্তিগত বিষয়াবলীর মধ্যেই কেন্দ্রীভূত করে রেখেছেন তাও ঐতিহ্যগত দৃষ্টিভঙ্গিরই বহিঃপ্রকাশ। ঐতিহ্যগত দৃষ্টিভঙ্গি এখন যুক্তিহীন প্রান্তিক চরমপন্থার দিকে কীভাবে নিয়ে যেতে পারে তার প্রকৃত উদাহরণ এই শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংস্কারকের একটি উক্তি। এই সংস্কারক খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়কালের সামাজিক এবং রাজনৈতিক পদ্ধতির মধ্যকার সম্পর্কের ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ঐতিহ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে তিনি যে মতামত ব্যক্ত করেছিলেন তা ছিল তার ভাষায় একটি ন্যায়পরায়ণ একনায়কত্ব, যাদের

মাধ্যমে উম্মাহর সংস্কার করা যেতে পারে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যে কোনো ছাত্রই জানেন সংজ্ঞায়িত করার ক্ষেত্রে এই ধরনের উক্তি একটি স্ববিরোধিতার নামান্তর মাত্র। একনায়কত্ববাদ ও ইনসাফ যে সংঘর্ষশীল এবং কোনোভাবেই সংগতিপূর্ণ নয়, তা আল্লাহর কিতাবে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে : মানুষ নিজেকে স্বয়ং সম্পূর্ণ হিসেবে ধারণা করে সব ধরনের সীমারেখা লঙ্ঘন করে (৯৬ : ৬-৭)।

... এবং তাদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ করুন (৩ : ১৫৯)।

... যারা নিজের কাজকর্ম পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে করে (৪২ : ৩৮)।

ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব রাজনৈতিক নেতৃত্ব থেকে প্রথম খোলাফায়ে রাশেদীনের আমল থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়। উদাহরণ হিসেবে সে আমলে খলিফাদের সাথে বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠী ও উপজাতি গ্রপের মোকাবিলার বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। এসব বিদ্রোহই শেষ পর্যন্ত আল হুসাইন ইবনে আলী, আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের, মুহাম্মদ দুআল-নাফস আল জাকিয়া, যায়েদ ইবনে আলী এবং অন্যান্যদের মতো পুরানো নেতৃত্ব যারা মদীনার প্রথম ইসলামী রাষ্ট্রের অনুকরণে একটি ইসলামী প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রবক্তা ছিল, তাদের সাথে উদীয়মান রাজনৈতিক নেতৃত্ব যারা জাতিগোষ্ঠীভিত্তিক অহমিকাবোধ এবং উপজাতীয় আনুগত্যের ভিত্তিতে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল তাদের সাথে চূড়ান্ত পর্যায়ে সংঘর্ষের রূপ লাভ করে। যখন প্রথম গ্রুপটি দ্বিতীয় গ্রুপের কাছে রাজনৈতিকভাবে পরাজিত হলো তখন প্রথম গ্রুপের লোকজন এবং তাদের সাথী মনীষী-রা সমাজ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। যত সময় অতিক্রান্ত হতে লাগল ততই সমাজ জীবন থেকে মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রকট হতে লাগল। এর ফলে নতুন চিন্তাস্রোতের একটি দল সৃষ্টি হলো, যারা ছিলেন বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সংরক্ষণবাদী (কারণ তাদের ভয় ছিল স্বেচ্ছাচারী শাসক ও তাদের তাবেদারদের হাতে শরিয়াহ বিকৃত হতে পারে) যারা এ ধরনের মতের অনুসারী ছিল, তারা তাদের লেখার পুরো অংশেই ইসলামের প্রাথমিক যুগের ঘটনাবলীর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ইসলামী সমাজ ও সংস্কৃতির অগ্রযাত্রাকে স্তব্ধ করে দেয় (মুহাম্মদ (সা)-এর জীবনকাল এবং তাঁর ওফাতের পর ত্রিশ বছর)। এভাবেই তারা বুদ্ধিবৃত্তিক এবং রাজনৈতিক দিক থেকে অযোগ্যদের হাতে উম্মাহর রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃত্ব ছেড়ে দিল। এভাবে ময়দান ছেড়ে দেয়ার কারণে উম্মাহ স্বৈরতন্ত্র, দারিদ্র্য এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক অবক্ষয়ের শিকার হলো। বাস্তবিকই মোঙ্গলীয় আগ্রাসন এবং ক্রুসেডের সময় থেকে এটাই ছিল উম্মাহর ভাগ্যলিপি। অতিসাম্প্রতিককালে মুসলিম জাতি বিদেশী ঔপনিবেশিক শক্তির পদানত হয়েছে এবং তাদের অবস্থা হয়েছে এমন যে, স্বেচ্ছায় হোক বা চাপের মুখে হোক, তারা একটি বিদেশী সভ্যতার অন্ধ অনুকরণজনিত বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে। আর প্রত্যেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে এই অন্ধ অনুকরণের ফলে তারা বৃহত্তর এবং ব্যাপকভাবে নাজুক পরিস্থিতি ও পতনের দ্বারপান্তে উপনীত হয়েছে। এভাবে উত্তর ও

দক্ষিণের উন্নত শিল্পসমৃদ্ধ দেশ এবং তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশ যাদের অধিকাংশই মুসলিম, এদের মধ্যে সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং প্রযুক্তিগত ব্যবধান বর্তমান রয়েছে। এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা যায় যে, ঐতিহ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি কোনো কাজে আসেনি এবং স্থান, কাল ও চিন্তার জগতে জীবনের নিরন্তর পদচারণা অন্তঃসারশূন্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে এই দৃষ্টিভঙ্গির সুস্পষ্ট পরিণতি হলো পশ্চাৎমুখীতা, দুর্বলতা ও পতন।

অনুসরণযোগ্য বিদেশী সমাধান

এই দৃষ্টিভঙ্গি মুসলিম বিশ্বে বিদ্যমান। দু'শ বছর আগে যখন উসমানিয়া সাম্রাজ্য ইউরোপের সামরিক শক্তির মুখোমুখি হলো তখনই প্রথম এ বিদেশী সমাধান গ্রহণ করা হয়। খলিফা তৃতীয় সেলিমের আমলে উসমানীয় সাম্রাজ্য তাদের পতনমুখী শক্তি পুনরুদ্ধারের উপায় হিসেবে ইউরোপকে অনুকরণের নীতি গ্রহণ করে।

যখন বিদেশী কারিগর, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আমদানীর চেষ্টা করা হলো তখনই অন্তঃসারশূন্যতার পরিক্রমা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে অনুকরণই তাদের অভিষ্ট লক্ষ্য হিসেবে পরিণত হলো। প্রথম আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তুরস্ক এই ব্যাপারে তার অভিযাত্রা শুরু করে। এরপর পাশ্চাত্য কায়দায় সেনা অফিসারদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি সামরিক একাডেমী স্থাপন করে। উসমানীয় খলিফারা তাদের পরিকল্পনা কার্যকর করা এবং তাদের ক্ষমতা ও মর্যাদা পনুরুদ্ধারের জন্য এতো সংকল্পবদ্ধ ছিলেন যে, তাদের নিজস্ব পুরোনো সেনাবাহিনী জেনিসারিকে যখন আধুনিকায়ন পরিকল্পনা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে, তখন তারা ব্যারাকে তাদের বাহিনীকে নির্মমভাবে হত্যা করে। সে যাহোক উসমানিয়া সাম্রাজ্যের ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে পাশ্চাত্যের অনুকরণ, পাশ্চাত্যের পদ্ধতি অনুসরণ কোনোটাই সফল হতে পারেনি। এমনকি তাদের সালতানাতের সামনে যে চ্যালেঞ্জ ছিল তাও তারা মোকাবিলা করতে পারেনি অথবা পাশ্চাত্য থেকে আহরিত জ্ঞানও তারা উম্মাহর মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারেনি। বরং পশ্চিমা সামরিক শক্তির অগ্রাভিযানের দাপটে উসমানীয় সালতানাত অব্যাহতভাবে পিছু হটতে থাকে। ঘটনার অপ্রত্যাশিত মোড় পরিবর্তনের কারণে তারা ইউরোপে ঝাঁকে ঝাঁকে শিক্ষার্থী পাঠিয়ে পাশ্চাত্যের অনুকরণপ্রিয়তাকে আরো বাড়িয়ে দেয়। এই নীতির ফলে পাশ্চাত্যকরণ প্রক্রিয়া আরো বৃদ্ধি পায়। ফলে অনুসরণের ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা যোগ হয়। রাজনৈতিক বা সামাজিক সংস্কার পাশ্চাত্যের ধাঁচে এগিয়ে নিতে হবে, এ সম্পর্কিত তুর্কিদের ধারণা ছিল এক ধরনের অনুকরণপ্রিয়তা। এই অনুকরণপ্রিয়তা এক নতুন মাত্রা যোগ করে। তা না হলে তাদের সাম্রাজ্যের পুনর্গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক, প্রশাসনিক এবং সামরিক সংস্কারের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হতো না। এই ধারণা ও চিন্তাধারা অনেক উদার রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারের জন্ম দেয়।